দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAY 1 1999
পৃঃ ১২ কলাম ৩

কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্র ও ডিপ্লোমাধারীদের সঙ্কট-সমস্যা প্রসঙ্গে

কৃষি ডিপ্লোমা এক সময় দুই বছরব্যাপী কোর্স ছিল। তারপর তৎকালীন ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে তৎকালীন সরকার ১৯৮৯-৯০ সালে এ ডিপ্লোমাকে তিন বছরব্যাপী কোর্সে উন্নীত করে এবং "কৃষি ডিপ্লোমা"কে পূর্ণাঙ্গ ডিপ্লোমা হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

কৃষি ডিপ্লোমা অন্যান্য ডিপ্লোমার মত নিয়মিত কোর্সের মাধ্যমে পরিচালিত হত। কিন্তু বিগত সরকার কর্তৃক ১৯৯৫-৯৬ সালে এ নিয়মিত কোর্সটি ভেঙ্গে একটি নতুন ও জটিল প্রক্রিয়ায় "দূর শিক্ষণ" পদ্ধতিতে "কৃষি ডিপ্লোমা" করা হয় ও মাধ্যমিক স্কুল/দাখিল মদ্রাসায় "কৃষি শিক্ষা"কে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে চালু করা হয় এবং যার যথাযথ কারিগরি শিক্ষক হচ্ছে কৃষি ডিপ্লোমা পাস করেছেন এমন সব ব্যক্তি। সমগ্র বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্কুল/দাখিল মদ্রাসার সংখ্যা প্রায় আঠার হাজার। তাই এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষক মাধ্যমিক স্কুল/দাখিল মদ্রাসায় সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন সরকার কৃষি ডিপ্লোমার নিয়মিত কোর্সটি ভেঙ্গে একটি বিশেষ সময়ের জন্য এবং অল্প সময়ে বেশি কৃষি ডিপ্লোমাধারী পাওয়ার লক্ষ্যে দূর-শিক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। যদিও আজ সমগ্র পরিকল্পনা সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে অকার্যকর হয়েছে এবং আমরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।

তৎকালীন সরকার ১৯৯৫-৯৬ সালে নতুন আঙ্গিকে দূর-শিক্ষণ পদ্ধতি কৃষি ডিপ্লোমায় ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেন এবং আমরা প্রায় এগার হাজার ছাত্রছাত্রী সরকারী ১১টি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটসহ আরও কয়েকটি বেসরকারী ইনস্টিটিউটে ভর্তি হই। তখন সরকারের পক্ষ থেকে দূর শিক্ষণ পদ্ধতিতে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুই সেমিস্টার পাসের পর মাধ্যমিক স্কুল/দাখিল মদ্রাসায় চুক্তিভিত্তিক চাকরি দেয়ার কথা ছিল। উল্লেখ্য তখন মাধ্যমিক স্কুল/দাখিল মদ্রাসায় কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে চালু ছিল।

বর্তমান সরকার মাধ্যমিক স্কুল/দাখিল মদ্রাসায় "কৃষি শিক্ষা"কে ঐচ্ছিক করে দিয়ে এবং বিগত সরকারের দূর-শিক্ষণ পদ্ধতির কারণে আমরা এক জটিল এবং দুঃসহ পরিস্থিতির শিকার। যে সুযোগ সুবিধার কথা বলে আমাদেরকে কৃষি ডিপ্লোমায় ভর্তি করা হলো, সরকার প্রধানেরা আজ তা যেন সবাই ভুলতে বসেছেন। তাঁরা আমাদের নিয়ে নির্মম খেলা খেলে যাচ্ছেন। আমাদের নিয়ে

অভিমত

আজ আর কারও ভাবনা নেই। যদিও আমাদের জাতীয় নেতারা মুখে সব সময় কৃষির উন্নয়নের কথা বলেন।

আজ আমরা আশাহত এবং অনেকটা মন ভাঙ্গা বেদনা নিয়ে "সময়ের প্রয়োজনে" সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। সরকারের নীতি নির্ধারকদের ভুল সিদ্ধান্ত কিংবা অবহেলার কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি সরকারের পটপরিবর্তনের কারণে। আমরা আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি যারা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছেন তাদের সিদ্ধান্তহীনতা, উদাসীনতা এবং সর্বোপরি তাদের সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল ডিপ্লোমা পরিচালনা করছে একমাত্র বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। "টেক্সটাইল ডিপ্লোমা" পরিচালনা করছে বাংলাদেশ শিল্প মন্ত্রণালয়। অনুরূপ "নার্সিং ডিপ্লোমা"র সার্বিক দায়-দায়িত্ব এককভাবে সেবা পরিদপ্তর এর উপর ন্যস্ত। অথচ কৃষি ডিপ্লোমা নিয়ন্ত্রণ করছে- (১) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (২) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয় (৪) কৃষি মন্ত্রণালয় এবং (৫) শিক্ষাক্রম পাঠ্য পুস্তক বোর্ড। যেহেতু ৫টি প্রতিষ্ঠান মিলে আমাদের এ ডিপ্লোমা নিয়ন্ত্রণ/পরিচালনা করছে, সেহেতু সব সময়ই এ ডিপ্লোমার উন্নয়নমূলক বা সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে অনেক দেরি হয়। তার উপর অনেক সময় এক প্রতিষ্ঠান অপর প্রতিষ্ঠানকে দোষারোপ করে নিজেরা পার পেয়ে যেতে চান। অনেক সময় সমন্বয়ের অভাব দেখা যায় প্রকটভাবে। মন্ত্রণালয়ের রেষারেষি তো রয়েছেই।

কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা এবং অব্যবস্থার কারণে বলতে গেলে এ ডিপ্লোমার অর্ধেক ছাত্রছাত্রী এ ডিপ্লোমা ছেড়ে দিয়েছে। কারণ এখন এ ডিপ্লোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এ ডিপ্লোমাটি বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। এ ডিপ্লোমার সার্বিক মান উন্নয়ন অপরিহার্য।

দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আজ আমাদের দিয়ে ব্যবসা করছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড। প্রতি সেমিস্টারে (৬ মাসে এক সেমিস্টার এবং ৬ সেমিস্টারে এ কোর্স শেষ) আমাদের কাছ থেকে (দুই হাজার পাঁচ শত টাকা নেয়া হচ্ছে। যার ৪০% তারা নিজেদের দপ্তরের জন্য রাখেন। প্রতিটি প্রশিক্ষণ ক্লাসে অতিথি লেকচারার বা ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষকদেরকে সম্মানী ভাতা দেয়া হয় দুই শত টাকা মাত্র। অথচ নার্সিং ডিপ্লোমায় প্রতিটি ক্লাসের জন্য সম্মানী ভাতা দেয়া হয় পাঁচশ টাকা।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড তাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে আমাদের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করে থাকে এবং প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি টাকা নেয়। তাই আমরা কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানকে আবেদন জানিয়ে ছিলাম, যাতে আমরা খোলাবাজার থেকে বই কিনতে পারি তার ব্যবস্থা করার জন্য। কিন্তু তিনি রাজি হননি। কারিগরি বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের কাছ থেকে বই কেনা প্রতিটি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক। কারিগরি বোর্ডের এ খামখেয়ালী বাধ্য হয়ে মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

গত দুই বছরে কারিগরি শিক্ষাবোর্ড আমাদের কোর্স চালিয়ে নিট লাভ করেছে প্রায় দেড় কোটি টাকা। তাদের প্রথম সেমিস্টার থেকে আমরা দাবি জানিয়ে আসছি সেমিস্টার ফি পলিটেকনিকের সমান হারে নেয়ার জন্য। কিন্তু তারা তাদের সিদ্ধান্তে অনড়। "রিলিফ ওয়ার্ক" এর মত ১৬ আনার ১৪ আনাই কারিগরি বোর্ডসহ অন্যান্য কর্মকর্তা বা প্রতিষ্ঠানের পকেটে চলে যায়।

শুধু এখানেই শেষ নয়। আমরা কৃষি ডিপ্লোমার ছাত্রছাত্রীরা এসএসসি পাস করার পরে তিন বছরব্যাপী কৃষি ডিপ্লোমায় ভর্তি হই এবং যা নিয়ন্ত্রণ করছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। উল্লেখ্য প্রকৌশল ডিপ্লোমায় এসএসসি পাস করার পরে ভর্তি হতে হয় এবং তাদের কোর্সও তিন বছরব্যাপী। যা নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। অথচ প্রকৌশল ডিপ্লোমার ছাত্রছাত্রীরা (১) মেধা অনুসারে বৃত্তি (২) উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা (৩) দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ মর্যাদাসহ অন্যান্য সরকারী সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকেন। কিন্তু কৃষি ডিপ্লোমার ছাত্রছাত্রী এবং কৃষি ডিপ্লোমাধারীরা উপরে উল্লিখিত ৩টি সুযোগ সুবিধা থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত।

আমরা আমাদের এ দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা এবং কারিগরি বোর্ডের অত্যাচার সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এছাড়া উপরোক্ত সমস্যাগুলি ছাড়াও নিম্নোক্ত সমস্যাগুলির আশু সমাধান হওয়া খুবই জরুরী : (১) মাধ্যমিক স্কুল/দাখিল মদ্রাসায় "কৃষি শিক্ষা"কে বাধ্যতামূলক পুনঃবহাল করা হোক। (২) তৃতীয় সেমিস্টার সফলভাবে সম্পন্নকারী এবং ৪র্থ সেমিস্টারে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদেরকে পূর্ব জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী মাধ্যমিক স্কুল/দাখিল মাদ্রাসায় চুক্তিভিত্তিক চাকরিসহ বেকার কৃষি ডিপ্লোমাধারীদের কৃষি সম্প্রসারণ ও অন্যান্য কৃষি নির্ভর প্রতিষ্ঠানে দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। (৩) কৃষি ডিপ্লোমায় অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের মেধা অনুসারে বৃত্তি প্রদান করতে হবে। (৪) অন্যান্য ডিপ্লোমার মতো কৃষি ডিপ্লোমাধারীদের জন্য নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। (৫) কারিগরি বোর্ডকে বাদ দিয়ে এককভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করতে হবে। (৬) "কৃষি ডিপ্লোমা"কে পলিটেকনিকের সমমানে মূল্যায়ন ও সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। (৭) সেমিস্টার ফি সর্বোচ্চ ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করতে হবে। (৮) "দূর শিক্ষণ" পদ্ধতি বাতিল করে "কৃষি ডিপ্লোমা"কে পূর্বের ন্যায় নিয়মিত কোর্সে পরিচালনা করা হোক।

এসএম মিজানুর রহমান ও জাহাঙ্গীর আলম